দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 JUL 1998
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে কৃষি কলেজ!

সাজ্জাদ হোসেন

উচ্চতর কৃষি শিক্ষার জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে চারটি কৃষি কলেজ রয়েছে। ১. বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ২. পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, ৩. হাজী দানেশ কৃষি কলেজ ৪. রাজশাহী কৃষি কলেজ। বগুড়া, কুমিল্লা ও বৃহত্তর যশোরে আরও তিনটি নতুন কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ফলে কৃষি কলেজের সংখ্যা দাঁড়াবে সাতে।

কৃষি কলেজগুলোর পরিচালনায় এক ধরনের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিরাজ করছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট যা BARI নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে এর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে এক ধরনের দ্বৈত শাসন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখা দিয়েছে নানা প্রকার জটিলতা।

অস্তিত্বহীন কৃষি কলেজ ঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৬১, অনুসারে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনও কলেজ থাকার বিধান নেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনকণ্ঠ'র সঙ্গে আলাপকালে এর সত্যতা স্বীকার করেন। তাই নামে কৃষি কলেজ থাকলেও এর সাংবিধানিক কোন স্বীকৃতি নেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ চালু করতে হলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সংশোধন করতে হবে এবং সেটা করতে হলে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপন করতে হবে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা পাস হতে হবে। তাই বর্তমানে যারা কৃষি কলেজে পড়ে তাদেরকে কৃষি কলেজের শিক্ষার্থী হিসাবে গণ্য না করে কৃষি অনুষদের ছাত্র হিসাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। তারা কৃষি অনুষদের সঙ্গে একযোগে পরীক্ষায় অংশ নেয়। অতএব কৃষি কলেজগুলোর অস্তিত্ব অর্থহীন। বর্তমানে কৃষি কলেজগুলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের এক একটি শাখা হিসাবে কাজ করে। সেই অর্থে কৃষি কলেজগুলোর অঞ্চলভিত্তিক নাম থাকা উচিত। যেমন কৃষি অনুষদ-ঢাকা শাখা, কৃষি অনুষদ-পটুয়াখালী শাখা ইত্যাদি।

বর্তমানে কৃষি কলেজ কেন্দ্র হতে যারা পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে যারা অংশ নেয় তাদের সার্টিফিকেট দেখে বোঝার কোন উপায়ই নেই যে কে কৃষি কলেজের ছাত্র ছিল আর কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। কারণ সার্টিফিকেটে কলেজের নাম লেখা থাকে না। উপাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু তারা কৃষি কলেজের ছাত্র হিসাবে নয় বরং কৃষি অনুষদের ছাত্র হিসাবেই পরীক্ষায় অংশ নেয় সুতরাং সার্টিফিকেটে কলেজের নাম থাকা ঠিক নয়। উপাচার্যের কথা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য হলো...'তা হলে কষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লাভ কি, কলেজে পড়লেই পারতাম।' বর্তমানে ছাত্র সংগঠনগুলো কৃষি কলেজগুলোর জন্য আলাদা সার্টিফিকেট ইস্যুর দাবি জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, কৃষি কলেজগুলোকে সত্বর স্বায়ত্তশাসন দেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার যত দ্রুত পদক্ষেপ নেয় ততই মঙ্গল।

সেশনজট ও কৃষি কলেজ ঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের মধ্যে কৃষি অনুষদে সবচেয়ে বেশি সেশনজট বিরাজ করছে। এ জন্য মূলত কলেজগুলোই দায়ী। এ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, সেশনজটের জন্য কৃষি কলেজগুলো পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশেই দায়ী। সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় বিলম্বে, পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা শুরু হয় বিলম্বে। দেখা গেছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার অপেক্ষা করছে অথচ কলেজে পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা শুরুই হয়নি। ফলে অযথাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষের কাম্য হতে পারে না।

কৃষি কলেজ ও ফ্রি স্টাইল পরীক্ষা ঃ কৃষি কলেজের ছাত্ররা ফ্রি স্টাইলে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষায় তারা ৮০-৯০% নম্বর পেয়ে থাকে। তাদেরকে মেধা তালিকায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ এটা করে থাকেন। এর আগে পরীক্ষায় কড়াকড়ি নিয়ম বহাল করার কারণে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনরত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ঐ কলেজের পরীক্ষার্থীরা লাঞ্ছিত করে যার প্রেক্ষিতে ঐ কেন্দ্রটি বাতিল করা হয়েছিল।

সমাধানের উপায় ঃ সমস্যা থাকলে সমাধান তো থাকবেই। নিম্নোক্ত উপায়ে কৃষি কলেজের বর্তমান সমস্যার সমাধান করা যায়। ১. স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্তকরণ, ৩. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথক কলেজ শাখা খোলার ব্যবস্থা করা—যার কাজ হবে কেবলমাত্র কৃষি কলেজের কার্যক্রম পরিচালনা করা। কলেজগুলোর পরীক্ষা পৃথক প্রশ্নপত্রে একযোগে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আলাদা প্রশ্নপত্রে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং চূড়ান্ত সনদপত্রে কৃষি কলেজের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।